ভূমিকম্প ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য বৈশাখী মেলায় সংগৃহীত অনুদান তোশিমা কু এর মাধ্যমে জাপান রেডক্রসে প্রদান

জাপানে ১১ মার্চ ২০১১ এর স্মরণাতীত কালের ভুমিকম্প ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যার্থে দ্বাদশ টোকিও বৈশাখী মেলায় সংগৃহীত অনুদান, দশ লক্ষ ইয়েন তোশিমা কু কর্তৃপক্ষের কাছে (২১ এপ্রিল ২০১১) হস্তান্তর করেছে মেলা কমিটি। অনুষ্ঠানে তোশিমা কু মেয়র উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও আসন্ন নির্বাচনের কারণে থাকতে না পারায় তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন তোশিমা কু ডেপুটি মেয়র মাসাহিকো মিজুশিমা। এ সময় ট্যুরিজম বিভাগের প্রধান তোশিয়ুকি শিবা ও পাবলিসিটি বিভাগের প্রধান সুয়োশি তোজাওয়া সহ, বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মেলা কমিটির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, প্রধান সমন্বয়ক ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান, সমন্বয়ক- সুখেন ব্রক্ষ,মাসুদুর রহমান,খন্দকার আসলাম হীরা এবং অন্যান্যরা। কর্মদিবস হওয়ার কারণে কাজের চাপে অনেকে আসতে পারেন নি। এবারে মেলা প্রাঙ্গন থেকে সংগৃহীত আর্থিক অনুদান এর পরিমাণ ছিল আট লক্ষ একুশ হাজার ছয় শত সতেরো ইয়েন। মেলা কমিটি তার সাথে আরো এক লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত তিরাশি ইয়েন যোগ করে মোট অনুদানের পরিমান দশ লক্ষ ইয়েনে বৃদ্ধি করে। সংগৃহীত অর্থ সরাসরি দুর্গত অঞ্চলে পাঠানো উচিৎ নাকি অন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ,সে বিষয়ে ডেপুটি মেয়র মেলা কমিটির অভিমত জানতে চাইলে, জাপান রেডক্রসে পাঠানোর অভিমত দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী অনুদানের অর্থ তোশিমা কু এর মাধ্যমে জাপান রেডক্রসে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আর্থিক অনুদানের সাথে মেলা প্রাঙ্গনে ছোটদের তৈরী হাজার সারসের অরিগামি এবং ভুমিকম্প ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থদের উদ্দেশ্যে লেখা তিনটি মেসেজও বোর্ডও ডেপুটি মেয়রের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মেসেজ বোর্ড এর অধিকাংশ মেসেজ বাংলায় লেখা ছিল বিধায় তোশিমা সিটি কর্তৃপক্ষকে কয়কেটি মেসেজের জাপানী অনুবাদ পড়ে শোনানো হয়। একটি মেসেজের বক্তব্য ছিল,"আমরা পালাবো না,সুসময়ে তোমাদের সাথে ছিলাম,দুঃসময়েও তোমাদের পাশেই থাকবো - গাম্বারো নিপ্পন"।মেসেজের হৃদয়স্পর্শী বক্তব্যে আবেগ আপ্লুত হয়ে ওঠেন উপস্থিত জাপানীরা। তোশিমা কু মেয়র আগামী সপ্তাহে মিয়াগি জেলার ভুমিকম্প ও সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চল পরিদর্শনে যাবেন। অরিগামি ও মেসেজ বোর্ডগুলি তাঁর হাত দিয়ে পাঠানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরিশেষে ডেপুটি মেয়র প্রবাসীদের ভালো মন্দের খোঁজ খবর নেন ও আগামীতে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানটিতে তোশিমা কু কর্তৃপক্ষের সব ধরণের সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।